সংবাদ

তারিখ 18 JUL 2012 পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

এইচএসসি বাংলা ১ম পত্র ইংরেজি ১ম পত্র —

নকল বই নিয়ে অসাধু প্রকাশকদের বাণিজ্য

● এনসিটিবির অভিযান শুরু

রাকিব উদ্দিন

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা ১ম পত্র এবং ইংরেজি ১ম পত্রের বই নিয়ে দেশব্যাপী চলছে অসাধু প্রকাশকদের বাণিজ্য। তারা ওই দু'টি বই নকল করে এবং নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের আড়ালে বাজারে বিক্রি করছে। চট্টগ্রামে দু'টি প্রতিষ্ঠানে এনসিটিবি'র অভিযানে নকল বইয়ের বেশকিছু আলামত জব্দ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ নোট-গাইড বই বিক্রি ও বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে প্রতিবারই জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ করে আসছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। কিন্তু জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ ধরনের অনৈতিক বাণিজ্য থেকে মাসোহারা পাওয়ায় নোট-গাইড ও নকল বইয়ের ব্যবসায়

নকল : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

নকল : বই নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লাগাম টানা সম্ভব হয়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জেলা থেকে নকল বই ও অবৈধ নোট-গাইড বই বিক্রির খবর আসছে এনসিটিবি'তে। এতে খুবই উদ্বিগ্ন সংস্থাটি। তাই এবার স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় নিজ উদ্যোগেই অবৈধ নোট-গাইড ও নকল বইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা শুরু করেছে এনসিটিবি। পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট সব জেলায় এ জাতীয় অভিযান পরিচালনা করা হবে। এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন গতকাল সংবাদ'কে বলেছেন, 'পাঠ্যবই নকলকারী এবং নিষিদ্ধ নোট-গাইড বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য বেশ কয়েকবার জেলা প্রশাসকদের চিঠি দিয়েছি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এখন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এনসিটিবি'ই অভিযান পরিচালনা শুরু করেছে'। তিনি জানান, 'নির্ভরযোগ্য সূত্রে এনসিটিবি জানতে পারে চট্টগ্রাম শহরের দু'টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান উচ্চ মাধ্যমিকের বাংলা ও ইংরেজি ১ম পত্রের পাঠ্যবইয়ের নকল কপি ছেপে বিক্রি করছে। এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে এসটিবিটি'র কর্মকর্তা দুলাল মিএর ভূইয়া এবং আনিসুর রহমানকে সোমবার চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে চট্টগ্রামে পৌঁছার আগে তাদের দু'টি প্রতিষ্ঠানের নাম বলা হয়নি। সেখানে পৌঁছানোর পরই তাদের অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা বলা হয়। আজ (গতকাল) তারা স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় অভিযান পরিচালনা করেছেন'। জানতে চাইলে এনসিটিবি'র কর্মকর্তা আনিসুর রহমান গতকাল সেলফোনে সংবাদ'কে জানান, 'চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার সিরাজউদ্দৌলা রোডে ইউনিটি প্রিন্টার্সে অভিযান চালিয়ে একাদশ শ্রেণীর বাংলা ১ম পত্র (হেমন্তী) বই ছাপার নকল প্লেট এবং ইংরেজি ১ম পত্রের নকল বইয়ের কভার জব্দ করেছে কোতোয়ালি থানা পুলিশ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট ফজলে এলাহী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) উপ-পরিচালক আজিজ উদ্দিন'। তিনি আরও জানান, 'অভিযান পরিচালনার সময় ইউনিটি প্রিন্টার্সের মালিক আবদুর রহিমকে পাওয়া যায়নি। তবে প্রতিষ্ঠানের ৪ কর্মচারীকে আটক করেছে পুলিশ। এছাড়া চন্দনপুরার রংধনু প্রেসে অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানে নকল বই ছাপার কোন আলামত পাওয়া যায়নি'। এনসিটিবি জানায়, একাদশ শ্রেণীর বাংলা ১ম পত্র বইয়ের মূল্য ৪৬ টাকা এবং ইংরেজি ১ম পত্র বইটির মূল্য ৭৮ টাকা। দু'টি বইয়ের প্রকৃত মূল্যের ওপর ৩০ শতাংশ কমিশনও দিচ্ছে এনসিটিবি। এনসিটিবি'র কাছে দু'টি বইয়ের প্রয়োজনীয় মজুত থাকা সত্ত্বেও তা না কিনে চড়া দামে বাজার থেকে নিম্নমানের নকল বই ও নিষিদ্ধ নোট-গাইড কিনে বিক্রি করছে অসাধু প্রকাশকরা। একেকটি নকল বই বাজারে বিক্রি হচ্ছে কমপক্ষে ১০০ টাকায়। এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, চড়া দামে নকল বই ও নিষিদ্ধ নোট-গাইড না কিনতে গণমাধ্যমে একাধিকবার সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এমনকি ওই বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে মাউশি কর্তৃপক্ষও শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশনাপত্র দিয়েছে। কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না এ ধরনের বাণিজ্য।

তারা জানান, প্রশাসনের পক্ষে একা নকল বই ও অবৈধ নোট-গাইড বিক্রি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন কলেজের অধ্যক্ষ ও শ্রেণী শিক্ষকরা। তারা এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের দিকনির্দেশনা দিলে নকলবাজদের দৌরাত্ম্য কমবে। এ বিষয়ে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন জানান, শীঘ্রই ঢাকার বাংলাবাজার, নীলক্ষেতসহ সংশ্লিষ্ট বাজারে নকল বই জব্দের অভিযান চালানো হবে।